ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ছবি তোলায় মেজাজ হারিয়ে যা করলেন শহিদ কাপুর

পৃঃ ৫

ইতিহাস ভেঙে রেকর্ড দামে বিক্রি হলেন বিশ্বকাপজয়ী প্যাট কামিন্স

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪৭ ● কলকাতা ● ০৬ পৌষ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর আমন্ত্রণে

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে এসেছিলেন শারদা পীঠাধীশ্বর জগদগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী মহারাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর আমন্ত্রণে বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে এসেছিলেন শারদাপীঠাধীশ্বর জগদগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী মহারাজ । পূর্বসুরী শঙ্করাচার্য স্বরূপানন্দ সরস্বতী মহারাজ দেহ রাখবার পর দ্বারকাধামের শঙ্করাচার্য পদে আসীন হন স্বামী সদানন্দ সরস্বতী মহারাজ । শঙ্করাচার্যপদে আসীন হবার পর এটাই পশ্চিমবঙ্গে এটাই তাঁর প্রথম ধর্মপ্রচার যাত্রা । এইযাত্রায় সর্বপ্রথম তিনি বিশ্বমাতা মন্দির এবং বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসেন । প্রথমেই তিনি পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী নির্মিত আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন । তারপর বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর পূজা করেন । পরিশেষে সুসজ্জিত মঞ্চে শুরু হয় পাদুকা পূজন। জগদগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী তাঁর আশীর্বচন বলেন...। পশ্চিববঙ্গে এই সফরে তিনি তারাপীঠ, সহ বিভিন্ন মঠে যাবেন। রবিবার ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসরেও উপস্থিত থাকবেন । এদিকে শারদাপীঠাধীশ্বর জগদগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী মহারাজের তৈল চিত্র উপহার দিচ্ছেন পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী । পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর নিজেই শঙ্করাচার্যের তৈলচিত্রটি অঙ্কন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরেই

বাংলার হাতে এল ৫,৪৮৮ কোটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি সপ্তাহেই দিল্লিতে নয়া সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন তৃণমূলের ১১জন সাংসদও যাদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেই অনুযায়ী যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে ১৩ হাজার ৮৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিহার, ৭ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। তৃতীয় মধ্যপ্রদেশ, ৫ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা। চতুর্থ স্থানে রয়েছে বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য এই অতিরিক্ত কিস্তিতে পেয়েছে ৫ হাজার ৪৮৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলার শাসকদল যে যে বিষয়ে বঞ্চনার অভিযোগ তুলছে, তার মধ্যে যেমন ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা রয়েছে, তেমনই রয়েছে জিএসটি বাবদ বকেয়া। তবে এই অর্থের সঙ্গে জিএসটি কাঠামোর কোনও সম্পর্ক নেই।সেই বৈঠকে মূলত বাংলার বকেয়া নিয়ে আলোচনা হয়। সেই বৈঠকের পরে মমতা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, বৈঠকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের পাওনা বাবদ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার বকেয়া তালিকা তুলে দিয়েছেন। সেই বৈঠকের ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই বাংলার কোষাগারে ৫ হাজার ৪৮৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিল কেন্দ্র সরকার। যদিও রাজ্যের দাবি এই টাকা কেন্দ্রের থেকে যে বকেয়া রয়েছে রাজ্যের তার অংশ নয়। এই টাকা দেওয়া হয়েছে করের অংশ হিসাবে। এটা রাজ্যের প্রাপ্যই ছিল।জানা গিয়েছে, কেন্দ্র সরকার দেশের রাজ্যগুলি থেকে যে কর পেয়েছে তারই অংশস্বরূপ

এরপর ৩ পাতায়

বিচারপতি সিনহার স্বামীকে কেন

বার বার ডাকছে সিআইডি?' এজিকে প্রশ্ন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামীকে একাধিকবার সিআইডির তলব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যের নবনিযুক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্তকে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, 'কেন বার বার বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামীকে তলব করছে সিআইডি? অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যকে আপনি বিভিন্ন বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারেন, চেষ্টা করে দেখুন।'

বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী পেশায় আইনজীবী। একটি মামলায় তাঁকে চলতি মাসেই পর পর দু'বার তলব করে সিআইডি। ওই জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে প্রতাপচন্দ্র দে'র অভিযোগ, তাঁর বিচারপতি স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বয়ান লেখানোর জন্য চাপ দিয়েছে সিআইডি। তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে। এই নিয়ে তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি দেন। তার পর একই অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।আপনি ব্যাপারটা দেখুন।'

সম্পত্তি বিবাদ সংক্রান্ত

এরপর ৩ পাতায়

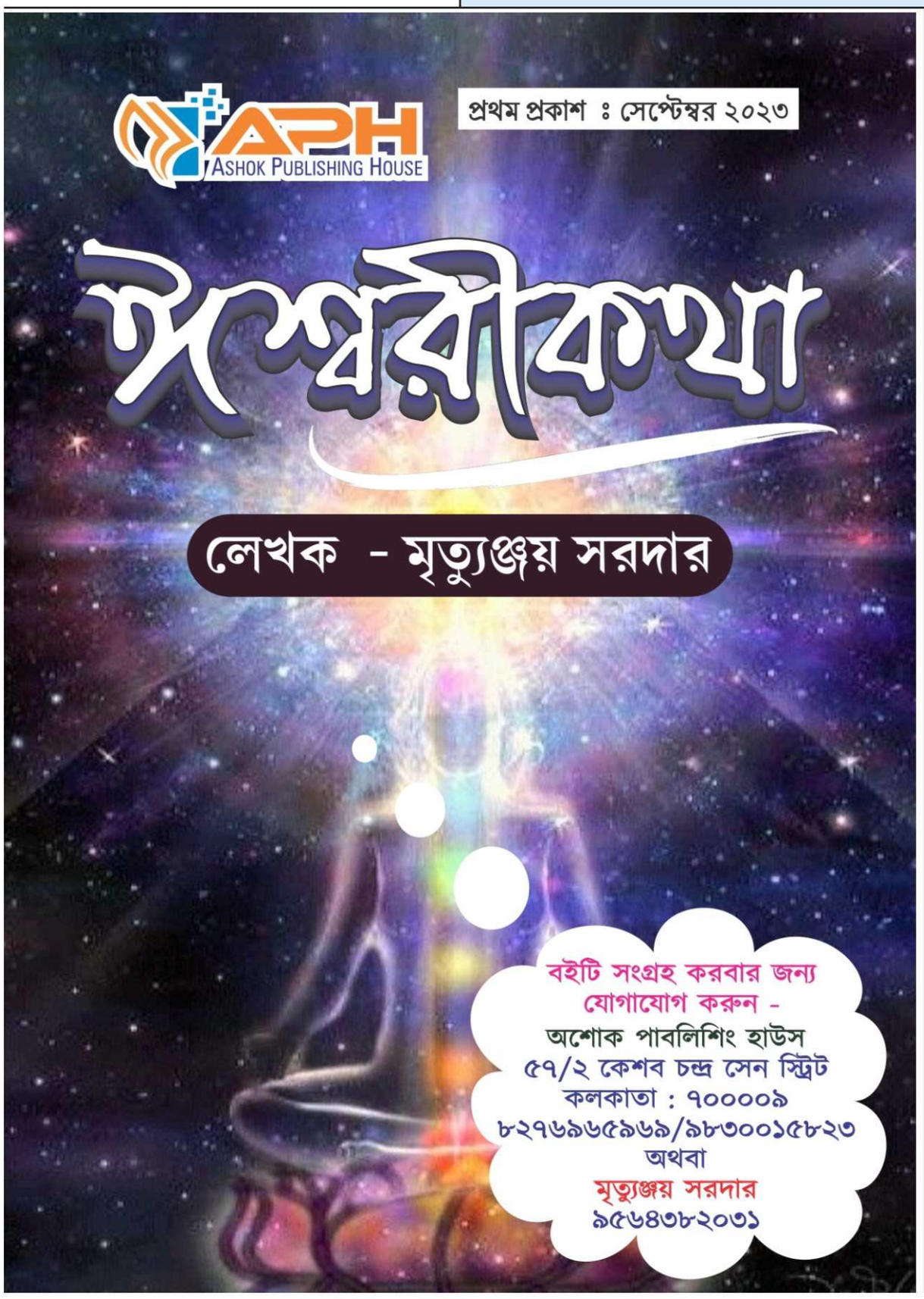

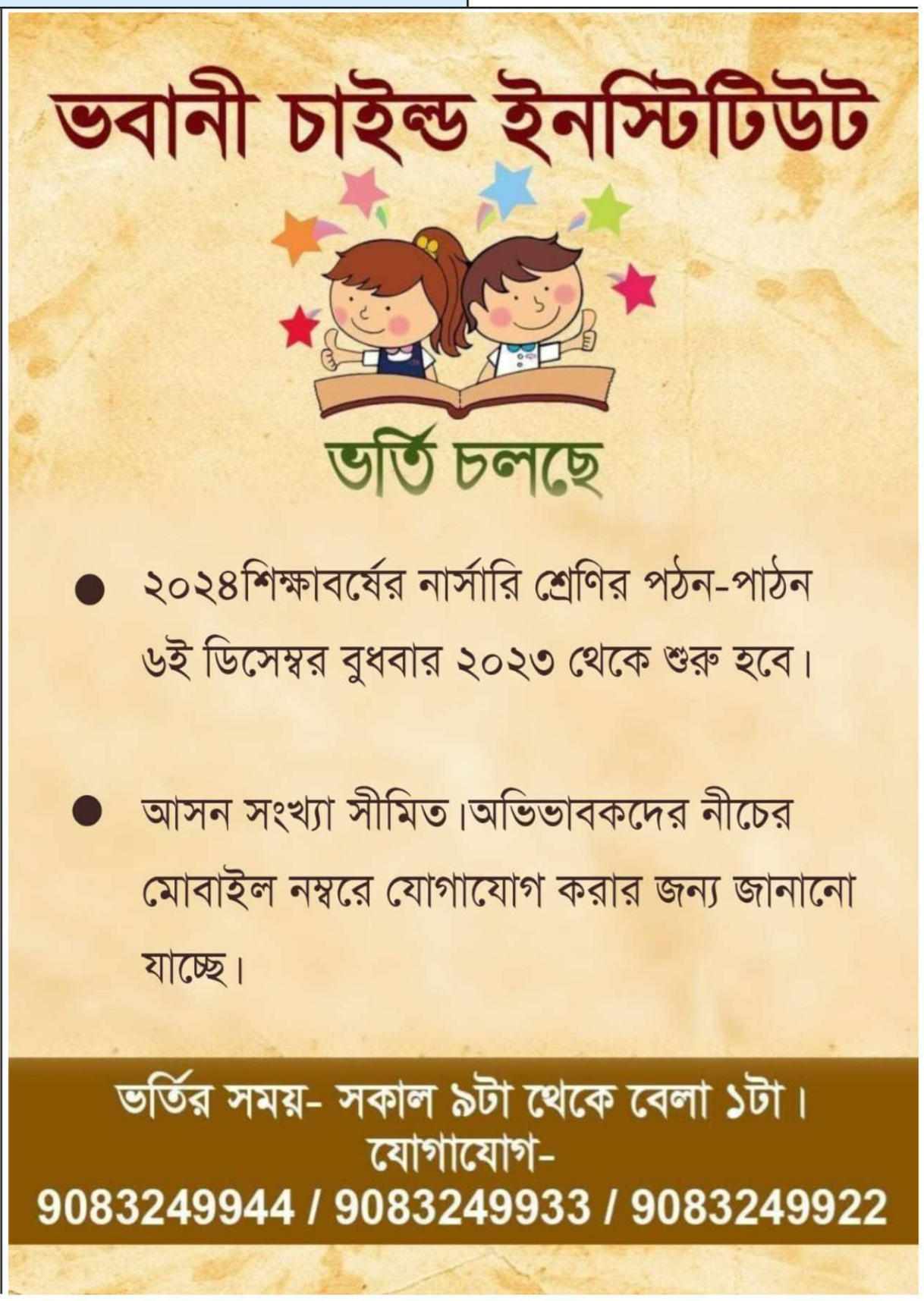

গঙ্গার নীচে দিয়ে মেট্রো পরিষেবা

দেখতে এসে ক্ষুব্ধ আধিকারিকরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গঙ্গার নীচে দিয়ে কবে মেট্রো যাবে তা নিয়ে কার্যত হাপিত্যেশ করে বসে রয়েছে গোটা বাংলা। কার্যত দিন গুনছেন যাত্রীরা। কারণ হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত গঙ্গার নীচে দিয়ে মেট্রো পরিষেবা চালু হলে প্রচুর মানুষের উপকার হবে। বিশেষত হাওড়া স্টেশন থেকে নামার পরে এই মেট্রোতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অফিসযাত্রীদের অত্যন্ত সুবিধা হবে।সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ওই রুটে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আধিকারিকরা। ধর্মতলা স্টেশনে আপতকালীন পরিস্থিতিতে কী ব্যবস্থা রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গেই হাওড়া ময়দান সংলগ্ন এলাকায় কোনও ডিপোও তৈরি করা যায়নি। সেক্ষেত্রে আপতকালীন পরিস্থিতিতে বউবাজারের উপর দিয়ে রেক নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বউবাজারের উপর দিয়ে রেক নিয়ে যাওয়ারও কোনও বয়বস্থা করা হয়নি। সব মিলিয়ে গঙ্গার নীচে দিয়ে মেট্রো পরিষেবা নির্ধারিত সময়ের মধেয় চালু করা নিয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে গঙ্গার নীচে দিয়ে মেট্রো পরিষেবা আদৌ সামনের বছরের শুরুতে চালু করা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই গিয়েছে। সেই সঙ্গেই পরিদর্শনে এসে ১৯টা প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন আধিকারিকরা। সেই প্রশ্নের কতগুলি উত্তর শেষ পর্যন্ত মিলবে, কতদিনের মধ্যে মিলবে সেটা নিয়েও প্রশ্ন।কিন্তু সেই কাজের পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ একাধিক মেট্রো কর্তা। এদিকে আগামী বছরের শুরুতেই গঙ্গার নীচে দিয়ে মেট্রো পরিষেবা চালু করার কথা ছিল। কিন্তু সেটা আদৌ কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এমনকী পরিস্থিতি এতটাই বিগড়ে গিয়েছে যে চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির এই জায়গাটি পরিদর্শন করার কথা ছিল বলে খবর। কিন্তু তিনি পরিদর্শনে আসেননি। অন্যদিকে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির আধিকারিকরা হাওড়া ময়দান থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পরিদর্শন না করেই ফিরে যান। খবর এবিপি আনন্দ সূত্রে।

সূত্রের খবর, মূলত গঙ্গার নীচে দিয়ে পরিকাঠামো তৈরির কাজ যতটা করার দরকার ছিল ততটা হয়নি। বিষয়টি জানতে পেরে অসন্তুষ্ট আধিকারিকরা।

গত শুক্রবার গঙ্গার নীচে দিয়ে মেট্রোর কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন কমিশনার অফ মেট্রো রেলওয়ে সেফটির আধিকারিকরা। কিন্তু কাজের অগ্রগতি দেখে বেশ ক্ষুব্ধ তাঁরা।

সরকারি হাসপাতালের বাইরে

কাপড়ে মোড়া শতাধিক লাশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রূপনারায়ণের ধারে গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহ সতকারের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু, রাত থেকে তাতে বাধা দিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাত পোহালেও মৃতদেহের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। দেহগুলি পড়ে রয়েছে মর্গের ঠিক বাইরে। সেগুলি থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়েছে, এই দেহগুলি সতকার করার দায়িত্ব এখনও প্রশাসনের।এলাকাবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পিছু হটে প্রশাসন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর কানাইলাল দাসও। পুরসভার বিরোধী নেত্রী, তথা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর জয়া দাস নাগও। এলাকাবাসীদের ক্ষোভ প্রশমন করতে ব্যস্ত দুই কাউন্সিলরই। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে না পুড়িয়ে স্থানীয় মানুষদের হেনস্থা করা হচ্ছে কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।বৃহস্পতিবার রাতেই দেহ সতকারের কথা ছিল। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জন্য বন্ধ হয়ে যায় সেই সতকারের প্রক্রিয়া। তমলুক গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গের বাইরে একটি ঘরে কাপড়ে বেঁধে রাখা হয়েছে দেহগুলি। মেডিকয়াল কলেজের অধ্যক্ষা শর্মিলা মল্লিক জানিয়েছেন, দেহগুলি মর্গের বাইরে বের করা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঢোকানো হয়নি মর্গে। অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে সেগুলি। পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে হাসপাতাল চত্বর সহ গোটা এলাকায়। অধ্যক্ষা জানিয়েছেন, অনেক ধরে দেহগুলি পড়ে ছিল। বারবার প্রশাসনকে বলার পর এই ব্যবস্থা করা হয়। তবে পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা এ বিষয়ে তেমন কিছু জানেই না। তমলুক পুর সংস্থার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায় জানিয়েছেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।আসলে গর্ত খোঁড়া ঘিরেই যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত। তমলুক শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। এলাকাবাসীদের দাবি ৩০০ বেওয়ারিশ লাশ পোঁতা হবে বলে জানতে পেরেছেন তাঁরা। যেখানে গর্ত খোঁড়া হয়েছে, সেটি সরকারি জমি বলেই জানা গিয়েছে। গর্ত খোঁড়া নিয়ে কোনও জটিলতা থাকার কথা নয়। কিন্তু এলাকাবাসীদের বক্তব্য, নদীর পাড়ে শিশুরা খেলাধুলো করে। তাই ওখানে লাশ পুঁততে দিতে চায় না তারা।

তৃণমূলের ২ বন্ধ পার্টি অফিস খোলা নিয়ে

নিশীথকে চ্যালেঞ্জ উদয়নের

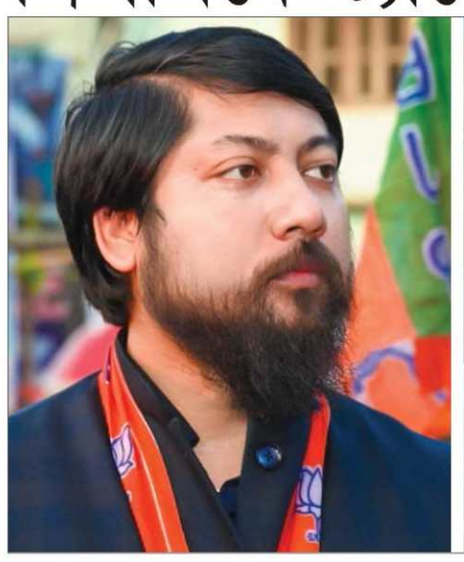

কোচবিহার : নিউজ সারাদিন : এলাকার বিধায়ক, রাজ্যের একজন মন্ত্রী। কিন্তু, তাঁর এলাকাতেই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে তৃণমূলের দু'টো পার্টি অফিস। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে, দিনহাটা বিধানসভার ভেটাগুড়ি ১ ও ভেটাগুড়ি ২, অঞ্চল দু'টি বিজেপি দখল করেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, এরপর বিজেপির সন্ত্রাসের কারণেই ভেটাগুড়ি স্টেশনের কাছের পার্টি অফিস ও ভেটাগুড়ি বাজারের কাছে আরও একটি পার্টি অফিস, খুলতে পারছেন না তাঁদের নেতা-কর্মীরা।পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপিও। গেরুয়া শিবিরের জবাব, মানুষ সঙ্গে নেই, তাই পার্টি অফিস খুলতে পারছে না তৃণমূল। কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দের মন্তব্য, ' রাজ্য সরকারের পুলিশ এখানে আইনশৃঙ্খলা দেখাশোনা করেন, এখানে কোনও কেন্দ্রীয় পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই। তাই, সেখানে যদি আইনশৃঙ্খলার কোনও অবণতি হয়, তো দেখার দায়িত্ব রাজ্যপুলিশের।' লোকসভা ভোটের আগে কি উদয়ন নিজের চ্যালেঞ্জ ধরে রাখতে পারবেন ? কিন্তু তা খোলা হবে, তাও এই মাসেই, হুঁশিয়ারি উদয়ন গুহর।

পার্টি অফিস খোলানিয়ে এবার সরাসরির চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ভেটাগুড়িতে তৃণমূলের দুটি পার্টি অফিস খোলা নিয়ে, নাম না করে নিশীথ প্রামাণিককেই হুঁশিয়ারি দিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। একেবারে নিজস্ব কায়দায় বললেন ' চ্যালেঞ্জ দিয়ে খুলব, কারও যদি দম থাকে, কারও য়দি ক্ষমতা থাকে, সে যত বড়ই নেতা হোক, যত বড়ই পদেই থাকুক...' এভাবেই নাম না করে নিশীথকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মন্ত্রী উদয়ন। ডিসেম্বরেই ভেটাগুড়ির দু'টি বন্ধ পার্টি অফিস খোলা হবে বলে জানালেন উদয়ন। এই ভেটাগুড়িতেই বাড়ি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের। তাই পার্টি অফিস খুললে যদি আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই দায়ী থাকবেন বলে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী। উদয়ন বলেন, 'যদি আইনশৃঙ্খলার চরম অবণতি ঘটে, তার জন্য দায়ী থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা এবং বিজেপির জেলা নেতারা।'

কেন খোলা যাচ্ছে না অফিস দুটি ? উদয়নের অভিযোগ, ' খুলতে পারছে না মানে, খোলাও হয়েছিল। কিন্তু সেদিনই দেখা গেছে, যারা পার্টি অফিসে গিয়ে বসেছিল, তারা আক্রান্ত হয়। একদম পরিষ্কার আলোতে তারা গিয়ে আক্রমণ করেছিল আমাদের নেতাকর্মীদের। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এবার আমরা এই মাসে ভেটাগুড়ির দুটো পার্টি অফিস খুলব।'

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

নতুন দিল্লি ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন যাদব, দুই উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রাজেন্দ্র শুক্লা এবং শ্রী জগদীশ দেবদা-কে সঙ্গে নিয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে,

"মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী @DrMohanYadav51 `yB Dc gyL¨gš¿x @rshuklabjp Ges @JagdishDevdaBJP-কে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী @narendramodiÓ-র সঙ্গে দেখা করেছেন"।

পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া মঞ্চর ভবিষ্যৎ কী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগাভাগি আটকানো। সেই লক্ষ্যেই ইন্ডিয়া মঞ্চের জন্ম। যদিও পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া মঞ্চের ভবিষ্যৎ কী, তা নিয়েই এখন ঘোর সংশয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা যে বেশ জটিল আকার ধারণ করছে সন্দেহ নেই। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটাই।তবে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-র ইনসাফ যাত্রা যেভাবে সাড়া ফেলেছে রাজ্য জুড়ে, তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল বিজেপি দুই পক্ষই। শুরুতে ইনসাফ যাত্রাকে কোনও রাজনৈতিক দলই ততটা গুরুত্ব না দিলেও শেষ পঞ্চাশ দিনে রাজ্যের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চষে ফেলে মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে মীনাক্ষী মুখার্জি ও তাঁর দলবল। এর প্রভাব ইভিএম-এ পড়বেই একথা ততটা জোর দিয়ে এখনই না বলা গেলেও এই ইনসাফ যাত্রা বামেদের নতুন অক্সিজেন যুগিয়েছে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সেই বলে বলীয়ান হয়ে বামেরা একলা চলো নীতি নিলে কতটা লাভবান হবে তা বলা যাবে একমাত্র ভোটের পরেই। বিজেপি বিরোধী ভোট আটকাতে রাজ্যে যুযুধান তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস, একই মঞ্চের তথাকথিত শরিক হলেও নির্বাচনী আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে এই তিন দলের অবস্থানগত বিরোধ মেটানো সহজ কাজ নয়। মিটবে না কোনোভাবেই। এক্ষেত্রে বামেদের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া খুব একটা কঠিন না হলেও কংগ্রেস যে স্পষ্টতই দোটানায় তা গত কয়েকদিনের রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে পরিষ্কার। আরও কয়েকটা দিন না গেলে যদিও এই ছবি স্পষ্ট হবেনা। রাজ্যস্তরের এবং কেন্দ্রীয় স্তরের বাম নেতৃত্ব, মহম্মদ সেলিম থেকে সীতারাম ইয়েচুরি বারবারই জানিয়েছেন ইন্ডিয়া মঞ্চে তৃণমূল থাকলেও রাজ্যে নির্বাচনী আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই তৃণমূলের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হবেনা। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা হতে

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

তিনদিন নয়, একদিন! নবান্নের সামনে

ডিএ আন্দোলনকারীদের সভায় কাটছাঁট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নবান্নের সামনে ডিএ আন্দোলনকারীদের ৭২ ঘণ্টা সভা করার অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। শুক্রবার সেই নির্দেশই কিছুটা বদল করল ডিভিশন বেঞ্চ। ৭২ ঘণ্টা নয়, শনিবার বিকেল চারটে পর্যন্তই নবান্নের সামনে বিক্ষোভ-সভা করতে পারবেন আন্দোলনকারীরা জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শুক্রবারই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা করে রাজ্য সরকার। এদিনের শুনানিতে মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওই এলাকা ফাঁকাই থাকে। তিন দিনের ধর্না রয়েছে। তারমধ্যে একদিন রবিবার। এখানে মাত্র ৩০০ জন অবস্থান করছে।

পাল্টা রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, 'যে জায়গায় সভা করা হচ্ছে সেটা পরিবহণ দফতরের।' শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি তাঁর নির্দেশে জানান, আগামীকাল বিকেল চারটে পর্যন্তই সভা করতে পারবেন ডিএ আন্দোলনকারীরা। তিনি আরও বলেন, ধর্না কর্মসূচি যেন শান্তিপূর্ণ হয়। কোনওরকম স্লোগান দেওয়া যাবে না। বকেয়া ও কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন ধরে। তারমধ্যেই আন্দোলনকারীরা নবান্নের সামনে সভা করার ডাক দেন। হাওড়া পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আন্দোলনকারীরা। বৃহস্পতিবার রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ সেই মামলার শুনানিতে আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে সভা করার অনুমতি দিয়েছিল। বিচারপতির নির্দেশ ছিল, ২২ ডিসেম্বর অর্থাত শুক্রবার থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নবান্নের সামনে সভা করতে পারবেন আন্দোলনকারীরা।

১-ম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরেই বাংলার হাতে এল ৫,৪৮৮ কোটি

এদিন ৭২ হাজার ৯৬১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা রাজ্যগুলির কোষাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে। এর আগে দেশের রাজ্যগুলিকে করের ভাগ গত ১১ ডিসেম্বর দিয়েছিল কেন্দ্র। ফের দেবে ১০ জানুয়ারি। সেই হিসাবে এটা রুটিন প্রদেয় অর্থ হিসাবেই দেখা যায়। এই বিষয়ে এদিন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'কর বাবদ রাজ্যের যে পাওনা, তার একটি অতিরিক্ত কিস্তি দিল। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।' নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আয়কর-সহ অন্যান্য খাতে রাজ্যগুলি থেকে কেন্দ্র যা সংগ্রহ করে, তার একটি অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। প্রতি মাসের ১০ তারিখের আশপাশে এই টাকা দেয় কেন্দ্র। তবে এবার নতুন বছর শুরু হওয়ার আগে এই টাকা অতিরিক্ত কিস্তি বাবদ দেওয়া হল। কর কাঠামোর টাকার কত অংশ রাজ্য পাবে, তা ঠিক করার অনেকগুলি মানদণ্ড রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যা।

১-ম পাতার পর

বিচারপতি সিনহার স্বামীকে কেন বার বার ডাকছে সিআইডি?' এজিকে প্রশ্ন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী তথা আইনজীবী প্রতাপচন্দ্র দে-কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। বার বার তাঁর স্বামীকে ডেকে জেরা করা হচ্ছে, হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তিনি বয়াঙ্কশাল কোর্টের বার অয়াসোসিয়েশনকে লেখা চিঠিতে সিআইডি-র বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলেছিলেন। পাল্টা সিআইডি জানায়, বিচারপতি সিনহার স্বামীকে কোনওভাবেই হেনস্থা করা হয়নি। শুধু তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। অথচ সিআইডি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন আইনজীবী প্রতাপচন্দ্র।এদিন এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "বিচারপতি সিনহার স্বামীকে সিআইডি প্রায়ই ডেকে পাঠাচ্ছে অন্য একটি মামলায়। কেন ? এটা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ মামলা?' সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট তো সিআইডি এবং রাজ্যকে অনেক নির্দেশ দেয়, সব নির্দেশ কি রাজ্য বা সিআইডি মেনে চলে?

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

(দ্বিতীয় পর্ব)

কুড়ি বছর রাজনৈতিক কৌশলে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে। কেননা তিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করে না। দুষ্কৃতীদের অন্যায় করলে সে কথা সবার আগে তার কলমের ভাষাতেই প্রকাশ পায়। তাই তার পরিবারের উপরে দীর্ঘ কুড়ি বছর মানসিক শারীরিক ও সামাজিক বিষয়ে অত্যাচার অব্যাহত। শত অত্যাচার অপমান অবিচার সহ্য করেও তিনি নীরবে কাজ করে চলেছে। আর সত্যি কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণেই একশ্রেণীর দুষ্কৃতীরা দীর্ঘ বছর আগে থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের পরিবারসহ তাকে খুন করার পরিকল্পনা অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর নেতাদের তার জমি জায়গা কেড়ে নেবে বলে অন্যের নামে রেকর্ড করে গোপনে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। সত্যি ঘটনা যখন প্রকাশ্যে এসছে তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদার সমস্ত ঘটনা লিখিত প্রশাসনকে জানার পরে। শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে মদ খাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির মাঠের আশেপাশে বসে। আর মৃত্যুঞ্জয় পরিবারের যেকোনো উপর কী ভাবে ক্ষতি আলোচনা করছে। জমি যেভাবে কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করছে, নেতারা সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে মিটিং ডেকে আলোচনা করছে যাতে ওই জায়গায় পুনরায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কাগজপত্র না হয় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন যে সব কিছুর উর্ধ্বে ভগবান আছে প্রশাসনকে সব জানানো আছে, তবে তার পরিবার মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় সহ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে একাধিকবার তাদের কথাতে বেরিয়ে এসেছে । সেই কারনে বলতে চাই জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে

ক্রমশঃ

২ পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া মঞ্চর ভবিষ্যত কী?

পারে। যদি তা না হয় সেক্ষেত্রে বামেরা একলাই লড়াই করবে অথবা আইএসএফ-কে সঙ্গে নেবে। (আইএসএফ যেহেতু ইন্ডিয়া মঞ্চে নেই তাই আইএসএফ প্রসঙ্গে এখানে আনা হচ্ছে না।) বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় তাদের আপত্তি আছে। বাম অথবা তৃণমূল - দ্বিধাগ্রস্ত কংগ্রেস কোন দিকে যাবে? এক্ষেত্রে কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য আছে। রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি এবং কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সিদ্ধান্ত - দুই-এর মাঝে আটকে কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব। সীতারাম ইয়েচুরিকে পাশে নিয়ে রাহুল গান্ধী ইন্ডিয়া মঞ্চের বৈঠকে বসলেও এখনও পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড আগামী নির্বাচনে সরল পাটিগণিতের অঙ্কে রাহুল গান্ধীর অন্যপাশে বসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের সঙ্গে যেতেই আগ্রহী। তাছাড়া পাঁচ রাজ্যের সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে তিন রাজ্যে পর্যুদস্ত হয়ে দর কষাকষির ক্ষমতা অনেকটাই হারিয়েছে কংগ্রেস।তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা হলে এই রাজ্য থেকে কংগ্রেসের কিছু আসন বাড়লেও বাড়তে পারে। কংগ্রেসের দাবি কমপক্ষে ৭ আসন। মূলত মালদা ও মুর্শিদাবাদ-এর কিছু আসন, দার্জিলিং এবং রায়গঞ্জ আসনেই সেই দাবি সীমাবদ্ধ। যদিও আসন সমঝোতায় তৃণমূল কত আসন কংগ্রেসকে ছাড়বে তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক সূত্র অনুসারে তৃণমূল মুর্শিদাবাদ এবং মালদার ২ আসনের বেশি কংগ্রেসকে ছাড়তে রাজী নয়। অবশ্য রফাসূত্রে তৃণমূল সামান্য একটু নমনীয়তা দেখিয়ে আরও গোটা দুয়েক আসন ছেড়ে দিলেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তৃণমূল জোট হবে। কারণ নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে সেটাই কংগ্রেসের পক্ষে লাভজনক হবে বলেই মনে করছে হাইকম্যান্ড। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড আরও মনে করে বিজেপি বিরোধিতায় রাজ্যের নিরিখে এখন বামেদের চেয়ে তৃণমূলের হাত ধরাই শ্রেয়। কারণ ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেস আইএসএফ একসাথে লড়াই করেও কোনও লাভ হয়নি। তাছাড়াও কেরালায় বাম কংগ্রেসকে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। তাই এ রাজ্যেও বাম কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে থেকে গেলে দুই রাজ্যেই কর্মী সমর্থকদের কাছে মানরক্ষা হবে। এ রাজ্যেও গোঁড়া কংগ্রেস কর্মীরা বামেদের সঙ্গে সমঝোতা না হলে খুশি হবে।

কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের এই ভাবনার সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের ভাবনার পার্থক্য আছে। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড়ো অংশই তৃণমূল বিরোধিতায় সরাসরি বামেদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে যাবার পক্ষপাতী। যদিও এই প্রবণতাকে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড কিছু রাজ্য নেতৃত্বের ব্যক্তিগত ক্ষোভের বিষয় হিসেবেই ভাবছেন। নির্বাচনী লাভের অঙ্কে তাদের কাছে তৃণমূল অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

বিগত তিন লোকসভা নির্বাচনের হিসেব ধরলে আসন সংখ্যার নিরিখে বামেরা বর্তমানে শূন্য। ২০০৯-এ ১৫ আসন এবং ২০১৪ তে ২টি আসন থাকলেও ২০১৯-এ রাজ্য বামেদের শূন্য হাতে ফিরিয়েছে। কংগ্রেসের আসন ৭ থেকে ৪ হয়ে শেষ লোকসভা নির্বাচনে ২-এ দাঁড়ায়। যদিও শেষ লোকসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেস সমঝোতা ছিল। অন্যদিকে তৃণমূল ২০০৯-এ প্রাপ্ত ১৯ আসন থেকে ২০১৪ তে আসন সংখ্যা অনেকটাই বাড়িয়ে ৩৪-এ পৌঁছে যায়। ২০১৯-এ ফের যা ২২ আসনে নেমে আসে।তবে বামেরা শূন্য হলেও এখনও রাজ্যের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই বামেদের পকেট ভোট আছে। সংখ্যায় তা কম বেশি হতে পারে। বামেদের এই নির্দিষ্ট ভোটারদের একটা বড়ো অংশই আবার কংগ্রেসের সঙ্গে বা আইএসএফ-এর সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতার বিরোধী। এঁদের অনেকেই একলা চলো নীতির পক্ষপাতী। কারণ বাম সমর্থকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হলে বাম কর্মীরা কংগ্রেসের জন্য লড়াইতে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের বড়ো অংশই বামেদের ভোট দেননা।যদিও এই মুহূর্তে রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে একটিতেও এককভাবে জেতার অবস্থায় বামেরা আছে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। বিশেষ করে উত্তরের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এ বাম ভোটের ক্ষয় এখনও রোধ করা যায়নি। নামে বামফ্রন্ট হলেও বাম শরিক আরএসপি, সিপিআই বা ফরওয়ার্ড ব্লক এখন শক্তিহীন। বামফ্রন্টগত বাধ্যবাধকতায় এই তিন দলকে কিছু আসন ছাড়তে হলেও ৪২টি আসনের কোনোটাতেই এই তিন দলের এককভাবে লড়াই করবার ক্ষমতা নেই। ফলে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই তিন দলের হয়ে ভোট করানোর দায়িত্বও বড়ো শরিক সিপিআইএম-কেই নিতে হবে।বাম কংগ্রেস সমঝোতা করে ২০১৯-এ বামেরা শূন্য হয়ে গেলেও কংগ্রেস কিন্তু দুটি পকেট আসন ধরে রেখেছিল। এবারেও বাম কংগ্রেস আসন সমঝোতা হলে কংগ্রেস লাভবান হলেও বামেরা যে কংগ্রেসের সহায়তায় মালদা বা মুর্শিদাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও কোনও আসন জিততে পারবে সে সম্ভাবনা খুব কম। কারণ এই রাজ্যে কংগ্রেসেরও ওই দুই জেলা ছাড়া এখন বলার মত সেরকম কোনও শক্তি নেই।

যে দল যে দিকেই থাকুক না কেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হবে। একদিকে বিজেপি, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস এবং বাম। অথবা বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বাম কংগ্রেস। ত্রিমুখী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে দুই ক্ষেত্রেই বিজেপি যে বেশ কিছুটা লাভবান হবে তা বলাই বাহুল্য।

জনসেবা ও কল্যাণমূলক আইনের নতুন এক যুগের সূচনা হল : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ -এর পাস হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ভারতের ইতিহাসে এটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই বিলগুলি দরিদ্র এবং সমাজের প্রান্তিক স্তরে থাকা মানুষদের রক্ষা করবে। পাশাপাশি সংগঠিত অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের মত সমস্যারও মোকাবিলা করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অমৃতকালে আইন জগতের এই সংস্কার ভারতের আইনি পরিকাঠামোকে আরো প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর করে তুলবে। রাজ্যসভায় এই ৩ টি বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-র আলোচনা সম্বলিত একটি ভিডিও তিনি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"সংসদে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ -এর পাস হওয়া ভারতের ইতিহাসে এটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই বিলগুলি ঔপনিবেশিক সময়কালের আইনের পরিসমাপ্তি ঘটালো। এর মাধ্যমে জনসেবা ও কল্যাণমূলক আইনের নতুন এক যুগের সূচনা হল।

এই সংস্কারমূলক বিলগুলি সংস্কারের প্রসঙ্গে ভারতের অঙ্গীকারের উদাহরণ। এর ফলে আমাদের আইনি ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন এবং তদন্তকারী সংস্থা আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং ফরেন্সিক সায়েন্সকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই বিলগুলি দরিদ্র এবং সমাজের প্রান্তিক স্তরে থাকা মানুষদের রক্ষা করবে।

পাশাপাশি সংগঠিত অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের মত সমস্যা, যেগুলি আমাদের উন্নতির পথে শান্তিপূর্ণ যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে সেগুলিকে মোকাবিলা করতে পারবে। এর মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংক্রান্ত সেকেলে নিয়মগুলিকে বিদায় জানিয়েছি। অমৃতকালে আইন জগতের এই সংস্কার ভারতের আইনি পরিকাঠামোকে আরো প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর করে তুলবে। এই বিলগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-বিস্তারিতভাবে তাঁর ভাষণে ব্যাখ্যা করেছেন।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৪৭ সংখ্যা ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ শনিবার ০৬ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

লোকসভায় পাশ হয়েছে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র নথিভুক্তিকরণ বিধেয়ক

লোকসভায় আজ পাশ হয়েছে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র নথিভুক্তিকরণ বিধেয়ক ২০২৩। এ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা নথিভুক্তি আইন, ১৮৬৭'র পরিবর্তে নতুন এই বিধেয়কটি আনা হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগের অবসানে এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সংসদের বাদল অধিবেশনে এই বিলটি ইতিমধ্যেই রাজ্যসভায় পাশ হয়েছিল। নতুন এই বিধেয়ক অনুযায়ী নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া আরও সরল হবে ব্যক্তিগত হাজিরার পরিবর্তে অনলাইনেই কাজ সম্পূর্ণ হবে। এর ফলে, প্রকাশকদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকাশকরা সহজে কাজ করতে পারবেন। লোকসভায় বিলটি উত্থাপন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, "এই বিল দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং নতুন ভারতের জন্য নতুন আইন আনার বিষয়ে মোদী সরকারের দৃঢ় মানসিকতার পরিচায়ক। এর ফলে, বাণিজ্য সরলীকরণ হবে। নতুন আইন জীবনযাত্রাকে সহজ করবে"। শ্রী ঠাকুর বলেন, এতদিন পর্যন্ত এই নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় কখনও কখনও দু-তিন বছর সময় লাগতো, এখন তা ৬০ দিনেই সম্পূর্ণ হবে।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে 'সাম্প্রদায়িক অশান্তি'। এমনটাই আশঙ্কা করে অযোধ্যায় মন্দির উদ্বোধনের দিনেই কলকাতায় বড়সড় সমাবেশের আয়োজন করতে চলেছে ৯২টি সংগঠন। মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তাদের কর্মসূচির কথা জানিয়ে দিল ৯২টি সংগঠনের মঞ্চ। 'অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট গ্র্যান্ড কনফারেন্স ডেমোক্রেসি শ্যাল বি ভিক্টোরিয়াস' মঞ্চের নাম দিয়ে সাংবাদিক বৈঠক হয়। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রবি রাম, নৌসিন বাবা খান, সুবল চন্দ্র সর্দার, বাসুদেব বসু, ছোটন দাস, চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরি সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, অযোধ্যায় ২২ জানুয়ারি যে মুহূর্তে রামমন্দিরের উদ্বোধন হবে, সেই সময় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যাবেন সংগঠনের সদস্যরা। সেখানে দিনভর কর্মসূচি হবে। এ ছাড়াও, ২৩-২৫ জানুয়ারি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলেজ স্কোয়ারে ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে। যদিও, হকার নেতা তথা মঞ্চের অন্যতম কর্তা শক্তিমান ঘোষ জানিয়েছেন, ওই দিন কলকাতার পাশাপাশি, মঞ্চের তরফ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি ও আরএসএস বিরোধী সভা আয়োজিত হবে। প্রস্তুতিস্বরূপ জানুয়ারি মাস জুড়ে ৩০০টি জায়গায় মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বিজেপি-আরএসএসের প্রচারের জবাব দেওয়া হবে। মঞ্চের অন্যতম নেতা ছোটন দাস জানিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহাসম্মেলনের প্রচরাভিযান পর্বে কলকাতায় ২১ ডিসেম্বর ৯টি জায়গায় সারাদিন ব্যাপী অবস্থান প্রচার হবে। ঘটনাচক্রে, তার দুদিন পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান হবে। অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল বলেন, 'মন্দির প্রতিষ্ঠার নামে ধর্মীয় যে জিগির বিজেপি ও আরএসএস তুলতে চাইছে, সর্বতোভাবে তার মোকাবিলা করা হবে।' উদ্যোগের চেয়ারপারসন হিসাবে রয়েছেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। ওই সম্মেলনে সামিল হবেন তিস্তা শীতলবাদ, অরুন্ধতী রায়, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, রাকেশ টিকারেত, মেধা পাটকর রাম পুনিয়ানি সহ বহু ব্যক্তিত্ব। এই মহাসম্মেলনে প্রচারাভিযান চলবে কলকাতা সহ একাধিক রাজ্যে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বৌদ্ধ ও পশ্চিম ও মধ্য সরস্বতী পূজা হল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম বড় পূজা ও সরস্বতী পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম প্রচলিত পূজা। আমি যখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ১৯ ২০-রা পা রেখেছিলাম কলেজ র-দুনিয়ায়। সরস্বতী পুজোর মানেও তখন বদলেছে অনেকটা। পুজো মানে এখন সকালে ওঠা, নিয়ম মেনে অঞ্জলি দেওয়া তো আছেই, তবে তার সঙ্গেই এখন যুক্ত হয়েছে আরও একটা জিনিস-- **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

কথা, "গোবিন্দ কটক দুর্গের অধ্যক্ষ ছিল। উড়িষ্যার পতনের জন্য যে বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী আংশিকভাবে দায়ী, তাদের প্রধান এই গোবিন্দ।' Govinda was the commandant of the fort of Cuttack. He was the first of that group of traitors who were partly responsible for the fall of Orissa." (The Gajapati Kings of Orissa) প্রতাপরুদ্র বিশ্বাসঘাতক বিদ্যাধরকে শাস্তি দেননি, তাকে উচ্চতর পদ ও ধন সম্পদ দান করে তার মন জয় করতে চেয়েছেন। 'মাদলা পাঞ্জী' তে আছে "বহুত সুকৃত তাহাঙ্কু রাজা বলে।কনক স্নাহান করাইলে, বিদ্যাধর পদরে রাজা তাহাঙ্কু সাড়ী দেলে, পাত্র কলে। তাহাঙ্কু মুলে রাজা রাজ্যভার দেলে।' (মাদলা পাঞ্জী, প্রাচী সংস্করণ, পঃ ৫২-৫৩)রাজা তাকে কনক-স্নান করিয়ে 'রাজা'র পদ দান করলেন। 'রাজ্যভার' কথাটির অর্থ অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় করেছেন 'সমগ্র রাজ্যের ভার' (Medieval Vaishnavism in Orissa, Pg. 173) এবং বলেছেন মাদলা পাঞ্জীর এ তথ্য অনৈতিহাসিক। এ বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে, যাতে দেখা যায়, সমগ্র রাজ্যের নয়, কলিঙ্গ প্রদেশ বা রাজ্যের ভার দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাধরকে।

বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের গুরু শ্রী ব্যাসরায়ের সংস্কৃত জীবনী 'শ্রীব্যাসযোগিচারিতম' (রচনাকাল আঃ ১৫৩৫ সাল) গ্রন্থে বিদ্যাধর পাত্রকে 'কালিঙ্গাধিপতি' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে -'বিদ্যাধর পাত্র নামা কলিঙ্গাধিপতি' (পঞ্চম অধ্যায়)। এতে বলা হয়েছে, কালিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর পাত্র কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট একটি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন। গুরু শ্রীব্যাসরায় অতিদ্রুত ওই গ্রন্থের একটি সুন্দর ভাষ্য রচনা করলে কৃষ্ণদেব রায় চমৎকৃত হন। 'শ্রীব্যাসযোগিচরিতম' এর সম্পাদক B. Venkoba Rao এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, কলিঙ্গাধিপতির উল্লেখের ধরন দেখে বোঝা যায় কলিঙ্গযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে– ÒThe manner of the reference to the lord of Kalinga shows that the Kalinga war was then over." (Introduction, Para 132)

বিদ্যাধর পাত্র কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে ঠিক কোন সময়ে এই ধরণের যোগাযোগ করেছিলেন, সে বিষয়ে অবশ্য শ্রীযুক্ত রাওয়ের মত নিশ্চিত হওয়া যায় না। বিদ্যাধরের মতো উচ্চাকাঙ্খী ও অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যাক্তির পক্ষে কলিঙ্গযুদ্ধ চলার সময়ও কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলা অসম্ভব নয়। বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপরুদ্রের পক্ষে মন্দারনদুর্গ দখল করা সম্ভব হয়নি। কলিঙ্গযুদ্ধের হতাশাব্যাঞ্জক ফলাফলের পিছনেও কলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধরের প্রতাপরুদ্র-বিরোধী ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়।

কলিঙ্গযুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৪ সালে দখল করলেন উদয়গিরি। ১৫১৫ সালে জয় করলেন গুন্তুর জেলার কোন্ডবীডু। তিনি রাজপুত্র বীরভদ্রকে বন্দি করে এগিয়ে এলেন সীমহাচলম্ পর্যন্ত। অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন প্রতাপরুদ্র। গোদাবরীর দক্ষিণে সমস্ত রাজ্য তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। এইভাবে ওড়িশার রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাসের পিছনে চৈতন্য বা তাঁর ধর্ম কতটা দায়ী অথবা আদৌ দায়ী কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িয়া জাতির সামরিক দক্ষতা হ্রাসের জন্য চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম ওই ধর্মের প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরাগকে দায়ী করেছেন। সাম্প্রতিক কালেও ওড়িশার বিদ্বৎ সমাজের একাংশ ওড়িশার রাজনৈতিক স্বাধীনতালোপের জন্য দায়ী করে থাকেন চৈতন্যকে। অথচ দেশকে যারা ভিতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছিল, সেই বিশ্বাসঘাতক গোবিন্দ বিদ্যাধর বা অন্যান্যদের ভূমিকা সম্পর্কে তারা একটি কথাও বলেন না।ওড়িশার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই গোবিন্দ বিদ্যাধর অত্যন্ত হীনচরিত্রের মানুষ ছিল। প্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে অর্থ ও ক্ষমতা লাভ করে সে ১৫৪০ সালে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরেই তাঁর দুই পুত্র কালুয়া দেব (১৫৪০-৪১) কে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে। আবার বিদ্যাধরের নাতি নরসিংহকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি মুকুন্দদেব হরিচন্দন সিংহাসনে বসে। এইভাবে গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাতে দেশ ও জাতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পুর্বোক্ত পন্ডিতেরা এদিকে না তাকিয়ে রাখালদাসের মন্তব্যটিকে নির্বিচারে গ্রহণ করে ওড়িয়া জাতির পতনের জন্য চৈতন্য ও চৈতন্যধর্মকে দায়ী করে থাকেন।তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, গোবিন্দ বিদ্যাধর বা তার সমগোত্রীয় কেউ চৈতন্যকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তৎকালীন ওড়িশার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থেকে একথা জোর দিয়ে বলা চলে যে, সেকালে শ্রীচৈতন্য অধিকাংশ ওড়িশাবাসীর উপাস্য হয়ে উঠলেও (১) জনগণ ও রাজার উপর তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ আশঙ্কিত হয়েছিল। (২) 'জগন্নাথ দারুব্রহ্ম আর চৈতন্য ছিল তাঁর সচল বিগ্রহ'-এই জাতীয় প্রচার জগন্নাথসেবকদের একাংশের মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, (৩) চৈতন্য ও তাঁর সহচরদের জাতিভেদ বিরোধী প্রচার ও ক্রিয়াকর্ম ব্রাহ্মণ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'ডাংকির'র প্রচারে বিপাক, ভক্ত ছাড়তে চাইলেন না শাহরুখের হাত!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'পাঠান' ও 'জওয়ান'-এর পথেই হাঁটছেন শাহরুখ খান। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাবে 'ডাংকি'। এই ছবির প্রচারেও একই ছবি ধরা পড়ছে। রবিবারে দুবাইয়ে সিনেমাটির প্রচার করেন বাদশা। সেখানে এক অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হতে হন শাহরুখ। যদিও বলিউড বাদশাহ পরিস্থিতি সামলে নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে মঞ্চ থেকে নীচে দাঁড়ানো অনুরাগীদের সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করেন শাহরুখ। তার পরেই তাল কাটে। সামনে থেকে সুপারস্টারের সঙ্গে হাত মেলানোর সুযোগ ছাড়তে চাননি কেউই। এক জন অনুরাগী হাত মেলানোর পর শাহরুখের হাত ছাড়তে চাননি। বিষয়টি নজরে আসতেই দ্রুত শাহরুখকে উদ্ধার করে পরিস্থিতি সামাল দেন তার ব্যক্তিগত দুই দেহরক্ষী। যদিও এই ঘটনার পরেও শাহরুখ কিন্তু অনুষ্ঠান চালিয়ে যান। উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে তাকে হাত নাড়তেও দেখা যায়।

এই পুরো বিষয়টাই ধরা পড়েছে ভিডিওতে। সেই ভিডিও আপাতত সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। এই ঘটনায় কেউ কেউ যেমন ওই অনুরাগীকে 'ভাগ্যবান' বলে উল্লেখ করেছেন, তেমনই কেউ আবার এই ঘটনার নিন্দা করেছেন।

দুবাইয়ে ছবির প্রচার করতে গিয়ে 'ডাংকি'কে নিজের জন্য তৈরি ছবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন শাহরুখ। তিনি বলেন, 'জওয়ান তৈরির পর মনে হল, ছবিটা নতুন প্রজন্মের কথা ভেবে তৈরি করেছি, নিজের জন্য কিছুই রাখলাম না। তার পর আমি ডাংকি করলাম।' এই ছবিটা যে তার হৃদয়ে বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে, সে কথাও স্পষ্ট করেছেন শাহরুখ।

ছবি তোলায় মেজাজ হারিয়ে যা করলেন শহিদ কাপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় তারকা শহিদ কাপুর। সম্প্রতি স্ত্রী মীরা রাজপুত ও দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হন তিনি। তবে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ছবি তুলতে তাদের ঘিরে ধরেন পাপারাজ্জিরা। আর এতেই মেজাজ হারান শহিদ।

এ সময় খানিকটা ক্ষোভ ঝেড়ে শহিদ বলে ওঠেন, আর কত ছবি তুলবেন আপনারা, ২৫০ কোটি ছবি তুলে ফেলেছেন! সঙ্গে বাচ্চারা রয়েছে, তাদের সামনে অন্তত এমনটা করবেন না। শুধু তাই নয়, রীতিমতো ঝাঁঝালোভাবে চোখ পাকিয়ে ফটোগ্রাফারদের দেখতে দেখতেই গাড়িতে উঠে যান তিনি।

এ দিকে মুহূর্তেই সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যেখানে দেখা যায়, ছবি তোলায় ফটোগ্রাফারদের ওপর রেগে যান শহিদ। ২০১৯ সালে মুক্তি পায় শহিদ অভিনীত সিনেমা 'কবীর সিং'। সিনেমায় বদমেজাজি, উগ্র তরুণের চরিত্রে অভিনয় করে পর্দা কাঁপান এই অভিনেতা। দর্শক মহলে ব্যাপক আলোচনা হয় সিনেমাটিকে নিয়ে। বক্স অফিসে ৩৮০ কোটির ব্যবসা করে নজির গড়েছিল এই ছবি।

শহিদ নিজেও 'কবীর সিং' সিনেমাটিকে নিজের কেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সফল ছবি বলেও মনে করেন। তবে নেটিজেনদের ধারণা, ইতোমধ্যে সিনেমার চার বছর কেটে গেলেও মাঝেমধ্যেই নাকি কবীর সিংয়ের মতোই আচরণ করেন শহিদ। আবারও ফের সেতার প্রমাণ পাওয়া গেল ওই ভিডিওতে।

হৃতিক-দীপিকাতে মজলেন নেটিজেনরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কয়েক দিন আগেই মুক্তি পায় হৃতিক রোশন ও দীপিকা পাড়ুকোনের অভিনীত 'ফাইটার' সিনেমার টিজার। এবার মুক্তি পেল সিনেমাটির প্রথম গান 'শের খুল গায়ে'।পার্টি মেজাজে গানের তালে নেচেছেন হৃতিক-দীপিকা। আর তাদের পাশাপাশি এই তারকা জুটির গানে মজলেন নেটিজেনরাও।

কুমারের লেখায় 'শের খুল গায়ে' গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বিশাল-শেখর, বেনি দয়াল ও শিল্পা রাও। সেই সঙ্গে গানটির সংগীত আয়োজনও করেছেন বিশাল শেখর।

'ফাইটার' সিনেমার অ্যাকশনে ভরপুর টিজারে ব্যাপক মুগ্ধ হয়েছিলেন সিনেমাপ্রেমীরা। এরপরই প্রকাশ্যে এলো সিনেমাটির প্রথম গান। ইউটিউবে মুক্তি পাওয়া গানটি গত তিন ঘণ্টায় দেখা হয়েছে ১৫ লাখ বারেরও বেশি।

গানটির ভিডিওতে হৃতিক রোশন, দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে করণ সিং গ্রোভারকেও দেখা গেছে। নাইট ক্লাবের আবহ তৈরি করা হয়েছে গানটিতে। তারা ছাড়াও গানে আরও রয়েছেন অনিল কাপুর।

হৃতিক-দীপিকা অভিনীত 'ফাইটার' সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে 'ভায়াকম ১৮ মোশন পিকচার্স'। যৌথভাবে সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ এবং সাবেক সেনা অফিসার রমন চিব। সিনেমাটির গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্রে দেখা যাবে করণ সিং গ্রোভার, অক্ষয় ওবেরয়কে। আর এই সিনেমার মাধ্যমেই প্রথমবার জুটি বাঁধলেন হৃতিক-দীপিকা।

এবার নির্মাতার প্রেমে মজেছেন শ্রাবন্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর জীবন যেন চলছে তার আপন গতিতে। কোনো সমালোচনাকেই পাত্তা দেন না তিনি। একাধিক বিয়ে করলেও কোনো সংসারই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি লাস্যময়ী এই নায়িকার।

কয়েক বছর ধরেই তৃতীয় স্বামী রোশান সিংয়ের থেকে আলাদা থাকছেন শ্রাবন্তী। স্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় সংসার করার জন্য মামলাও করেন রোশান। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না করে বিয়েবিচ্ছেদ চেয়ে আদালতে পাল্টা মামলা করেন শ্রাবন্তী।

জানা গেছে, রোশানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ না হলেও ব্যবসায়ী অভিরূপ চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে শ্রাবন্তীর। তবে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যম থেকে এবার জানা গেল, এক নির্মাতার প্রেমে মজেছেন শ্রাবন্তী। দীর্ঘদিন ধরে গুঞ্জন উড়ছে, 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমার নির্মাতা শুভ্রজিৎ মিত্রর সঙ্গে প্রেম করছেন তিনি। যদিও বিষয়টি এখন পর্যন্ত স্বীকার করে বরং বারবারই এড়িয়ে যাচ্ছেন তারা।

টালিপাড়ার একটি সূত্র জানায়, খুব শিগগিরই নিজেদের সম্পর্ককে প্রকাশ্যে আনবেন শ্রাবন্তী-শুভ্রজিৎ। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের 'রিলেশনশীপ স্ট্যাটাস' 'সিঙ্গেল' থেকে বদলে 'কমিটেড' লিখবেন বলে জানা গেছে।

বেঙ্গালুরুর একটি চলচ্চিত্র উৎসবে পরিচয় হয় শ্রাবন্তী-শুভ্রজিতের। যতদিন এ চলচ্চিত্র উৎসব চলেছে, ততদিন একসঙ্গে তারা ভালো সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু উৎসব থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পরই জানা যায়, শ্রাবন্তীকে নিয়ে 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমা নির্মাণ করতে যাচ্ছেন শুভ্রজিৎ।

হালান্ডের কারণে
বিপাকে ম্যানসিটি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্লিং হালান্ডের গোলবন্যার সুবাদে গত মৌসুমের বহুল আরাধ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা ঘরে তোলে ম্যানসিটি। শুধু তাইই নয়, এই হালান্ডের কারণেই ট্রেবলের স্বাদ পেয়েছে ইংলিশ ক্লাবটি। তবে এবার হালান্ডের কারণেই কিছুটা বিপাকে পড়তে হয়েছে সিটিজেন্স কর্তৃপক্ষকে। রেফারির ওপর খেলোয়াড়দের চড়াও হওয়ার দায়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে ১ লাখ ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেছে দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। আরও স্পষ্ট করে বললে, হালান্ডের আগ্রাসী মনোভাবের কারণেই এমন শাস্তির মুখে সিটিজেন্সরা। ঘটনা ঘটেছিল ডিসেম্বরের শুরুতে প্রিমিয়ার লিগে টটেনহামের বিপক্ষে ৩-৩ ড্র ম্যাচের শেষ দিকে ঘটেছিল এ ঘটনা। রেফারির এক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তার উপর চড়াও হয়েছিলেন আর্লিং হালান্ড, মাতেও কোভাচিচ এবং রুবেন ডিয়াজ। এদের মধ্যে হালান্ডই বরং খানিক আগ্রাসী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এনিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে টুইটও করেছিলেন তিনি। এসব ঘটনা একেবারেই সহজভাবে নেয়নি এফএ। সিটির বিরুদ্ধে খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ আনা হয়। সিটি কর্তৃপক্ষও খেলোয়াড়দের অসদাচরণের বিষয়টি স্বীকার করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এবার জরিমানা গুনতে হয়েছে তাদের।

জনসনকে সরিয়ে দিল
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট শুরুর আগে দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান'-এ একটি কলাম লিখেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার মিচেল জনসন। সেখানে তিনি ডেভিড ওয়ার্নার ও প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলির সমালোচনা করেন। এ নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। এই ঘটনার পর পূর্ব নির্ধারিত দুটি 'পাবলিক স্পিকিং' এর বক্তা হিসেবে জনসনকে সরিয়ে দেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সেখানে বক্তা হিসেবে নেওয়া হয় মাইক হাসিকে।

এ বিষয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার একজন মুখপাত্র বলেন, 'জনসন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা তারকা বোলার। সে কারণে তাকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রোগ্রামে অতিথি বক্তা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর সবদিক বিবেচনা করে তাকে বক্তা হিসেবে রাখা হয়নি।'

ওয়ার্নারের সমালোচনা করে জনসন কলামে লিখেন যে, আমি বুঝি না তাকে কেন বার বার সুযোগ দেওয়া হয়? তার জন্য কেন বীরোচিত বিদায়ের ব্যবস্থা করা হয়? যেখানে সে ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বল টেম্পারিংয়ের জড়িত ছিল।'

অবশ্য ওয়ার্নার প্রথম টেস্টে ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি করে সমালোচকদের সমালোচনার দারুণ জবাব দেন। ২১১ বলে খেলেন ১৬৪ রানের অনবদ্য ইনিংস। তাতে প্রথম টেস্ট অস্ট্রেলিয়া ৩৬০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পায়।

ইতিহাস ভেঙে রেকর্ড দামে
বিক্রি হলেন বিশ্বকাপজয়ী প্যাট কামিন্স

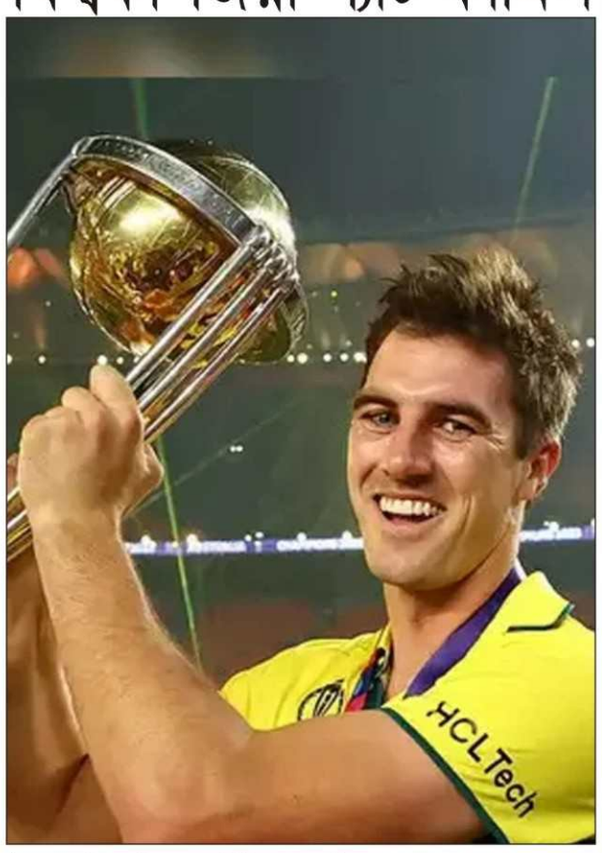

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এখনো অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের হাতে লেগে আছে বিশ্বকাপের ঘ্রান। ভারতের মাটি থেকে তার নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ ঘরে নিয়ে গেছে অজিরা।

চলতি আইপিএলের নিলামেও বাজিমাত করলেন কামিন্স। তার দাম দেখে অনেকেরই চোখ কপালে উঠতে পারে। তার ভিত্তি মূল্য ছিল দুই কোটি রুপি।

তবে ভিত্তি মূল্যের চেয়েও ১০ গুণ বেশি দামি প্যাট কামিন্সকে দলে ভিড়িয়েছে হায়দ্রাবাদ। ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে বিক্রি হলেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কামিন্স। আইপিএল নিলামে ইতিহাস তৈরি গড়লেন তিনি। তার আগে সাড়ে ১৮ কোটি ডলারে বিক্রি হয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন স্যাম কারান।

আলোচনায় থাকা
রাচিন রাবিন্দ্রর উঠলো না বড় দাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিউই তরুণ অলরাউন্ডার রাচিন রাবিন্দ্র গত বিশ্বকাপে নজর কেড়েছেন আলাদাভাবে। তিন সেঞ্চুরিসহ ছিলেন বিশ্বকাপের সেরা রান সংগ্রাহকের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে। বল হাতেও বেশ ভালো অবদান ছিল। ১০ ম্যাচে নিয়েছেন ৯টি উইকেট।

এবারের আইপিএল নিলামে রাচিনের বেশ ভালো কদর থাকবে, ধারণা করা হচ্ছিল তেমন। নিলামের আগে তার কিউই সতীর্থ অ্যাডাম মিলনে বলেন, 'রাচিন বিশ্বকাপে দেখিয়েছে সে কেমন ক্লাস প্লেয়ার। তাই আমি ভীষণ রোমাঞ্চিত, যদি তাকে নেওয়া হয় (আইপিএলে) এবং কিছু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে। সে তো এরই মধ্যে স্টার। আমার কোনো সংশয় নেই, আশা করছি সে নিউজিল্যান্ডের একজন গ্রেটেস্ট খেলোয়াড় হতে পারবে।'

রাচিনের আরেক সতীর্থ মার্ক চ্যাপম্যান বলেছিলেন, 'সবসময়ই এই আশা থাকে যে আপনি হয়তো দল পাবেন। তবে সত্যি বলতে, আমি রাচিনকে নিয়ে বেশি আগ্রহী যে তার সঙ্গে কী ঘটে। বিশ্বকাপে তার যে পারফরম্যান্স, যাদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাদের মধ্যে সে অন্যতম একজন থাকবে, সেটা বিস্ময়ের নয়।'

তবে যতটা আশা করা হয়েছিল, রাচিনকে নিয়ে ততটা টানাটানি পড়েনি আইপিএলের নিলামে। তার ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ রুপি। চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস আর পাঞ্জাব কিংস দাম হাঁকিয়েছিল। কিন্তু বেশিদূর যায়নি। ১ কোটি ৮০ লাখ রুপিতেই রাচিনকে কিনে নিয়েছে চেন্নাই।

১৪ কোটিতে বিক্রি হলেন
কিউই ক্রিকেটার মিচেল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপেই তার ওপর নজর পড়েছিলো আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজিদের। বিশ্বকাপ আসরে দু'বার ভারতের মুখোমুখি হয়েছিলো নিউজিল্যান্ড। মোহাম্মদ শামি, জসপ্রিত বুমরাহ কিংবা মোহাম্মদ সিরাজদের বিপক্ষে পাহাড়সমান দৃঢ়তা দেখিয়ে দুই ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছিলেন ড্যারিল মিচেল।

গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ধর্মশালায় খেলেছিলেন ১৩০ রানের ইনিংস। এরপর প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়ে রোহিত শর্মাদের বিপক্ষে খেলেছিলেন ১৩৪ রানের অনবদ্য ইনিংস।

এমন এক ব্যাটারকে পেতে মরিয়ে হয়ে উঠেছিলো আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজিরা। যে কারণে আজ দুবাইতে নিলামে ড্যারিল মিচেলের নাম ওঠার পরই তাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফ্রাঞ্চাইজিরা। শেষ পর্যন্ত ১৪ কোটি রুপিতে মিচেলকে কিনে নিতে সক্ষম হয় চেন্নাই সুপার কিংস।

মাত্র ১ কোটি রুপি ছিল তার ভিত্তিমূল্য। প্রথমে দিল্লি ক্যাপিটালস ঝাঁপিয়ে পড়ে মিচেলের জন্য। কিন্তু পাঞ্জাব কিংস মিচেলেকে কেনার লড়াইয়ে যোগ দেয়ার পর নিলাম হাউজ জমে ওঠে। দ্রুতই পাঞ্জাব কিংস ৩ কোটি পার করে দেয় মিচেলর দাম।

এ পর্যায়ে লড়াইয়ে যোগ দেয় রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু পাঞ্জাব এবং দিল্লিও কেউ কাউকে ছাড় দেয়নি। মুহূর্তে মিচেলের মূল্য ছাড়িয়ে যায় ৫ কোটি। পাঞ্জাব এই মূল্য দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি দাম বাড়িয়ে দেয় ৬ কোটিতে। পাঞ্জাবও ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। তারা হাঁকালো ৭ কোটি রুপি।

পাঞ্জাব এবং দিল্লিকেই খুব আগ্রহী মনে হচ্ছিলো মিচেলকে দলে নিতে। যে কারণে ৮ কোটি, ৮ কোটি ২০ লাখে পৌঁছে যায় মিচেলের মূল্য। এরপর পাঞ্জাব এক লাফে মিচেলের দাম বাড়িয়ে দেয় ৯ কোটি ৪০ লাখ রুপিতে।

এ পর্যায়ে দিল্লি কর্মকর্তাদের দেখা যায় গভীর আলাপে মগ্ন। হঠাৎ করেই তারা দাম তুলে দেয় ১০ কোটি রুপিতে। পাঞ্জাব ছেড়ে দিলো না। তারা হাঁকালো ১০ কোটি ২০ লাখ। পাঞ্জাব থেমে থাকলো না। ১০ কোটি ৫০ লাখ। দিল্লি হাঁকালো ১০ কোটি ৭৫ লাখ। পাঞ্জাব হাঁকিয়ে দিলো ১১ কোটি।

দিল্লি এবার একলাফে ১১ কোটি ৫০ লাখ হাঁকিয়ে বসলো। পাঞ্জাব এরপর দাম হাঁকাবে কী হাঁকাবে না সে চিন্তায় বিভোর। কারণ, তাদের ঝুলিতে আছে কেবল ১৭ কোটি ৩৫ লাখ রুপি। কিন্তু পাঞ্জাব থামলো না। তারা ১১ কোটি ৭৫ লাখ হাঁকালো দাম। এ পর্যায়ে এসে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালো দিল্লি।

তাহলে ১১ কোটি ৭৫ লাখে মিচেলকে পেয়ে গেলো পাঞ্জাব? কিন্তু না, এ পর্যায়ে লড়াইয়ে প্রবেশ করলো চেন্নাই সুপার কিংস। এতক্ষণ তারা বসে বসে পাঞ্জাব-দিল্লির লড়াই দেখছিলো। দিল্লি সরে যাওয়ার পর তারা চলে আসে লড়াইয়ে এবং ১২ কোটি দাম হাঁকিয়ে বসে।

এরপর চেন্নাই এক লাফে দাম তুলে দেয় ১৩ কোটি ৭৫ লাখ। পাঞ্জাব কিংস নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত। আর সামনে আগাবে কি না তা নিয়ে। চেন্নাই সে সুযোগও দিলো না। এবার তারা প্যাডল তুলে বলে দিলো ১৪ কোটি। এখানেই থেমে গেলো মিচেলকে নিয়ে লড়াই। ১৪ কোটিতে বিক্রি হলেন তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে।

আইপিএলে নজর থাকবে যাদের দিকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলের নতুন আসরের জন্য নিলাম অনুষ্ঠিত হবে আজ। দুবাইতে বসছে এবারের মেগা নিলামের আসর। ভারতের বাইরে নিলামের আসর এবারেই প্রথম। এই নিলামে কোন তারকারা দামের শীর্ষ পর্যায়ের দিকে উঠে আসবেন, তা নিয়ে চলছে জোরে-শোরে জল্পনা।

আগামী আসরে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটারদের দাম রাখা হয়েছে ২ কোটি ভারতীয় রুপি। তবে এই দামে সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির কোনো ক্রিকেটারকে কিনতে পারবে না ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এর সঙ্গে আরও অর্থ যোগ করতে হবে তাদেরকে। কারণ, সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের অনেক ক্রিকেটারকে নিয়েই তুমুল টানাটানি হবে ফ্রাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে। যে কারণে একেক ক্রিকেটারের মূল্য উঠতে পারে আকাশছোঁয়া।

এবারের নিলামে আইপিএলের ১০টি দলের সবাই মিলে মোট ব্যয় করতে পারবে ২৬২ কোটি ৯৫ লাখ রুপি। নিজেদের ব্যয় করার বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকেই ফ্রাঞ্চাইজিগুলোকে খেলোয়াড় কিনতে হবে।

২০২৪ সালের আইপিএলে যেসব ক্রিকেটাদের দাম আকাশ ছুঁতে পারে তাদের মধ্যে সবার প্রথমে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নাম। এরপর রয়েছেন- নিউজিল্যান্ডের তরুণ ক্রিকেটার রাচিন রাবিন্দ্রা, ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক, দক্ষিণ আফ্রিকার জেরাল্ড কোয়েৎজি এবং শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।

৭৭টি শূন্যস্থান পূরণের জন্য নিলামের দাঁড়িপাল্লায় উঠছেন ৩৩৩ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা বেছে নেবে ৩০ জন বিদেশিকে। আইপিএল নিলামের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন ২১৪ জন ভারতীয় এবং ১১৯ জন বিদেশি ক্রিকেটার। এর মধ্যে জাতীয় দলে খেলা (ক্যাপড) ক্রিকেটার রয়েছেন ১১৬ জন। জাতীয় দলে কখনও না খেলা ক্রিকেটারের (আনক্যাপড) সংখ্যা ২১৫ জন।

গুজরাটের হাতে নিলামে সবচেয়ে বেশি অর্থ থাকছে- ৩৮.১৫ কোটি। এরপর রয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (৩৪ কোটি), কেকেআর (৩২.৭ কোটি) এবং সিএসকে (৩১.৪ কোটি)।

পাঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং আরসিবির পার্সে রয়েছে যথাক্রমে ২৯.১ কোটি, ২৮.৯৫ কোটি এবং ২৩.২৫ কোটি। লখনৌয়ের হাতে থাকবে সবথেকে কম অর্থ-১৩.১৫ কোটি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং রাজস্থান রয়্যালস নিলামে নামবে ১৭.৭৫ কোটি এবং ১৪.৫ কোটি নিয়ে।

আপ্লুত মেসির
আবেগঘন পোস্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টিনার ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসি দিয়ে দিয়েছেন সব প্রশ্নের জবাব। ক্যারিয়ারে তিনি সবকিছুই পেয়েছেন। আর সেই ঘটনার ঘোর এখনো কাটেনি লিও'র। বিশ্ব জয়ের বর্ষ পূর্তিতে আবেগঘন পোস্ট করলেন আপ্লুত সুপারস্টার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে মেসি লিখেছেন, 'আমার ফুটবলজীবনের সবচেয়ে সুন্দর পাগলামির একটা বছর। অবিস্মরণীয় স্মৃতি রয়েছে যা হৃদয়ে থেকে যাবে সারা জীবন। সবাইকে বিশ্ব জয়ের বর্ষপূর্তির শুভেচ্ছা।' কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামের বাইরে বিশ্বকাপ হাতে নিয়ে মেসির একটি ছবি রয়েছে সেই পোস্টে। এ ছাড়া সাজঘরে বিশ্বকাপ ট্রফিকে মেসির চুম্বনের ছবি, বিছানায় ট্রফি নিয়ে শোয়ার ছবি এবং গোটা দলের সঙ্গে উল্লাসের ছবি রয়েছে। একটি ভিডিওতে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের উল্লাসও রয়েছে।

এক বছর আগে ফাইনালে আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হয় ফ্রান্সের। নির্ধারিত সময়ে খেলা শেষ হয় ৩-৩ ব্যবধানে। টাইব্রেকারে গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেসের হাতে ভর করে ৪-২ ব্যবধানে জেতে আর্জেন্টিনা। ১৯৮৬ সালে শেষ বার আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছিল দিয়েগো ম্যারাডোনার হাত ধরে। তার ৩৬ বছর পর দেশকে বিশ্বকাপ দেন মেসি। জীবনের অধরা স্বপ্ন পূরণ করেন তিনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR